মোল্লা বাহাউদ্দিন ও জামিলুল বাশার

কোন কোন লেখকের প্রথম লেখা পড়ে এতই মন্ত্রমুগ্ধ হতে হয় যে নামটা মনে থাকে বহুদিন। যেমন রশীদ করিমের প্রসন্ন পাষান বা হুমায়ুন আহমদের নন্দিত নরকে। বছর দশেক আগে বাহাউদ্দীন মোল্লা'র লেখা উপন্যাস ‘‘কালো রক্ত’’ পড়েও সেটা মনে হয়েছিল। সদালাপ তাঁর ‘‘স্বপ্ন নগরী নিউ ইয়র্ক’’ ছেপে আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

জামিলুল বাশারের নিজস্ব আভিব্যক্তি ও প্রকাশভঙ্গী আছে। সেটা খুব একটা ললিত বা মসৃণ নয়, কিন্তু তিনি তো আর এমন কিছু প্রেমের কবিতা লিখছেন না। তিনি লিখছেন তত্ব-তথ্যের অংক। তাঁর প্রকাশের সীমাবদ্ধতা এমন কোন আকাশ-ভাঙ্গা ব্যাপার নয় যে সেজন্য তাঁকে বস্তির ভাষায় খিস্তি-খেউর করে নিজের পরিচয়টা জানান দিতে হবে। এই হুলুস্থুল ব্যস্ততা ও মানসিক চাপের জীবনে বাংলায় যে লেখালেখি হচ্ছে তা-ই অনেক পাওয়া। বাশারের লেখায় শব্দচয়ন, বাক্যবিন্যাস ও আভিধানিক সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি অনেক বিতর্কিত কথা আছে যার সাথে একমত হওয়া যায় না। কিন্তু সেই সাথে অনেক মৌলিক কথাও আছে, অনেক কঠিন সত্যও আছে। সবচেয়ে বেশী আছে লেখকের সারল্য। তাঁর মুখে স্কচ-টেপ আঁটার মতলবটা কি? সৎ মনে তিনি যা বুঝেছেন তা-ই প্রকাশ বলেছেন। সেগুলো কারো হজম না হতে পারে, কিন্তু কেউ তো কাউকে ঘাড় ধরে তাঁর লেখা পড়তে বাধ্য করছে না, পছন্দ না হলে না পড়লেই তো হয়। কিংবা তাঁর লেখার ওপরে ভদ্রভাবে গঠনমূলক আলোচনা করলেই তো হয়। হাঁসের মত পানিটা বাদ দিয়ে দুধটুকু শুষে নিলেই তো হয়, যদি সে শৈল্পিক ক্ষমতা থাকে।

ইসলাম কারো বাপের সম্পত্তি নয় যে সেই সুপুত্রের বিশেষ চোখ দিয়ে সবাইকে ইসলাম দেখতে হবে। ইসলামের স্বঘোষিত মালিকদের গর্জন, চোখ রাঙানী আর হত্যাযজ্ঞের কলংকে ভারাক্রান্ত হয়ে আছে মুসলমানের চৌদ্দ'শ বছরের ইতিহাস।

সদালাপে দেখছি, - কারার ওই লৌহ কপাট এখনো হয়নি লোপাট।

ফতেমোল্লা
২৬ মে ৩৫ মুক্তিসন